দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৪।৫।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কাল ৪টি আসনে উপ-নির্বাচন

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় সংসদের ৪টি শূন্য আসনে আগামীকাল বুধবার উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফরিদপুর-১৩ আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের বিরুদ্ধে সোমবার সুপ্রীম কোর্টে রীট আবেদন হওয়ায় এই আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার জন্যে সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

আগামীকাল বুধবার সকাল ৮টা হতে সংশ্লিষ্ট উপ-নির্বাচনী এলাকার সকল ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হবে এবং কোন বিরতি ছাড়াই বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

জাতীয় সংসদের ৪টি শূন্য আসন হচ্ছে রংপুর-১, খুলনা-৮, খুলনা ১৪ ও চট্টগ্রাম-৬।

এ চারটি শূন্য আসনের জন্য একজন মহিলাসহ মোট ১৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) সবকটি আসনেই প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

মুসলিম লীগ-৩টি, জাসদ-২টি, আওয়ামী লীগ (মিজান) ১টি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। উপ-নির্বাচনে একজন নির্দলীয় প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এ চারটি উপ-নির্বাচনী এলাকার

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ফরিদপুর ১৩ আসনে উপনির্বাচন স্থগিত রাখার নির্দেশ

(সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার)

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের অবকাশকালীন বিচারপতি জনাব কে এম সোবাহান জনাব মোতাহার হোসেন সিদ্দিকীর এক আবেদনক্রমে অন্তর্বর্তীকালীন এক আদেশ প্রদান করেন এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে আগামী ৯ই মে ফরিদপুর-১৩ নং জাতীয় সংসদের আসনে উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখার

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

উপনির্বাচন

(১-এর পৃঃ পর)

মোট ভোটার সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ লাখ ৩৯ হাজার ৯২৮ জন।

চারটি নির্বাচনী এলাকায় মোট ৩৬৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনী এলাকা ও প্রার্থীদের নামের তালিকা নীচে দেয়া হলো:

রংপুর-১ নুরে কুতুব আলম চৌধুরী—আঃ লীগ (মালেক), শফিকুল গণি স্বপন—বিএনপি ও নুরুল হক—জাসদ। ভোটার সংখ্যা এক লাখ ২১ হাজার ৭শ ৩২। ভোট কেন্দ্র ১০৪টি।

খুলনা-৮ এ কে এম জিয়াউদ্দীন—বিএনপি, নজরুল ইসলাম—গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মোহাম্মদ আলী শেখ—মুসলিম লীগ ও এস এম বাবর আলী—আঃ লীগ (মালেক)।

ভোটার সংখ্যা—এক লাখ ৩০ হাজার ১৮৬। ভোট গ্রহণ কেন্দ্র—৬৬টি।

খুলনা—১৪ বেগম রাজিয়া ফয়েজ—মুঃ লীগ, মোস্তাফিজুর রহমান—জাসদ, মোহাম্মদ শামসুল হক—বিএনপি, সৈয়দ কামাল বখত—আঃ লীগ (মালেক)। ভোটার সংখ্যা এক লাখ ৩৮ হাজার ২৬৭। ভোট কেন্দ্র—১২২টি।

চট্টগ্রাম—৬ নওয়াব মিয়া—নির্দলীয়, স্বপন বিশ্বাস—আঃ লীগ (মিজান) গিয়াসুদ্দিন কাদের চৌধুরী—মুঃ লীগ, জহির উদ্দীন খান—বিএনপি এবং আবদুল ওয়াহাব—আঃ লীগ (মালেক)। ভোটার সংখ্যা এক লাখ ২৯ হাজার ৭৪০। ভোট কেন্দ্র—৭২টি।

গত সাধারণ নির্বাচনে যেসব দলকে যে প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছিল উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সেসব দলকে সেই আগের প্রতীকই বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমাদের রংপুর প্রতিনিধি এক তারবার্তায় জানান যে, রংপুর-১ নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি প্রার্থী সাবেক সিনিয়র মন্ত্রী মরহুম মশিয়ুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব শফিকুল গনি স্বপন ভোটারদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যে জনাব শফিকুল গনি স্বপনকে নির্বাচিত করে মরহুম মশিয়ুর রহমানের আরব্ধ কার্যাবলী অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

আমাদের খুলনা প্রতিনিধি জানান: নির্বাচনী প্রচারণা হতে এ পর্যন্ত যে আভাস পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় খুলনা-৮ আসনে বিএনপি, মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের (মালেক) মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

খুলনা-১৪ আসনে বিএনপি ও মুসলিম লীগ প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে হচ্ছে।

নির্দেশ

(১-এর পৃঃ পর)

নির্দেশ দেন। এই স্থগিতকরণ আদেশ গ্রীষ্মকালীন অবকাশের পর আগামী ২৮শে মে সুপ্রীম কোর্ট খোলা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিগত জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আবেদনকারী জনাব মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী অন্যান্যদের সঙ্গে ফরিদপুর-১৩ নং আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। উক্ত নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা দায়ের করেন। জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর মৃত্যুর পর নির্বাচন কমিশন উক্ত আসনকে শূন্য বলে ঘোষণা করেন এবং আগামী ৯ই মে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু আবেদনকারীর নির্বাচনী মামলা বিচারাধীন, সেহেতু তিনি নির্বাচন কমিশনে উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন জানান। কিন্তু কমিশন আবেদন নামঞ্জুর করেন। পরে তিনি হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করে উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন জানান। শুনানী শেষে রীট মামলাটিও খারিজ হয়ে যায়। হাইকোর্ট ডিভিসন কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আবেদনকারী আবেদন দাখিল করেন এবং উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন জানান। আবেদনকারীর কৌঁসুলির বক্তব্য শুনানীর পর অবকাশকালীন মাননীয় বিচারপতি উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখার উপরোক্ত আদেশ দেন। আবেদনকারীর পক্ষে জনাব আহমেদ সোবাহান, জনাব জয়নুল আবেদীন ও জনাব জিয়াউর রহমন খান এডভোকেটগণ মামলাটি পরিচালনা করেন।